দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 24 NOV 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

জেন্ডারইস্যু ■ হাসনাত আবদুল হাই

মেয়েরা কি পিছিয়ে থাকবে

মেয়েরা পিছিয়ে আছে, এটা নতুন কথা নয়। অনেক আগেই এটা জানা ছিল। কিন্তু তারা যে এখনো জীবনের সব দিকে পুরুষদের তুলনায় পেছনে এটা ভাবনার বিষয়। মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সুরক্ষার জন্য আন্দোলন হয়েছে। মেয়েরাই নেতৃত্ব দিয়েছে সেই আন্দোলনে। পুরুষ-শাসিত সমাজ একে একে মেনে নিয়েছে তাদের দাবি। তারা ভোটাধিকার পেয়েছে, শিক্ষার সুযোগ নিতে পেরেছে, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়েছে, রাজনীতিতে অংশ নিয়ে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু এ সবই হয়েছে সীমিত পরিসরে। সংখ্যার তুলনায় জীবনের সব ক্ষেত্রে তাদের প্রতিনিধিত্ব এখনো কম। অনুন্নত দেশ তো বটেই উন্নত দেশেও তারা কোনো ক্ষেত্রেই পুরুষদের সমকক্ষ নয়। এমনকি নিজ সংসারেও তারা পুরুষতন্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করে। যারা চাকরি করে না, দিনরাত সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকে, ছেলে-মেয়ে মানুষ করে তাদের পরিশ্রমের স্বীকৃতি নেই। হোম-মেকার হিসাবে তাদের অবদান জাতীয় আয়ের অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। এই অস্বীকৃতি তাদের জন্য একটা বড় অপমান।

উন্নত দেশে মেয়েরা পিছিয়ে থাকলেও ন্যূনতম অধিকারগুলো লাভ করেছে। পুরুষদের সমকক্ষ তারা হতে পারেনি। কিন্তু সামাজিক অমর্যাদার হাত থেকে তারা মোটামুটি রক্ষা পেয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের মেয়েদের ভাগ্য এক্ষেত্রে এখনো খারাপ। তাদেরকে প্রায় অশিক্ষিত রেখে অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। বিয়ের আগেই তাদের কেউ কেউ বখাটে ছেলেদের হাতে লাঞ্ছিত হয়। এই লাঞ্ছনা চরম আকার নেয় যখন তাদের এসিডদগ্ধ হতে হয় ছেলেদের কু-পরামর্শে রাজী না হওয়ার জন্য। বিয়ের পরও নিম্নবিত্ত এমন কি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মেয়েরা স্বামীর ঘরে স্বস্তিতে থাকতে পারে না। তাদেরকে যৌতুকের বলি হতে হয়। যারা শিক্ষা লাভ করে চাকরি পায় তাদের অনেকেই কর্মস্থলে পুরুষ সহকর্মীদের যৌন হয়রানির শিকার হয়। পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েদের নিগ্রহের কথা বলে শেষ করা যায় না। নারীদের অধিকার নিয়ে আন্দোলনের এতো বছর পরও যে এমন পরিস্থিতি বিরাজ করছে দেশে দেশে সেটা অবাক করার মত। মর্মস্পর্শী তো বটেই।

ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম নামে পরিচিত সংস্থার মতে মেয়েরা চাকরিতে যে বেতন পায় তা পুরুষদের সমান হতে হলে অপেক্ষা করতে হবে আরো ১১৮ বছর। অর্থাৎ ২১৩৩ সালে একই কাজের জন্য পুরুষ ও নারীর বেতন বৈষম্য দূর হতে পারে। বৈশ্বিক লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য বিষয়ে একটি প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। বৈষম্য যে আছে তা সব সবারই জন্যে ছিল কিন্তু তার শেকড় যে এত গভীরে এবং তার মূলোৎপাটন করতে যে এত দীর্ঘ সময় নেবে তা অনেকেই ভাবেনি। ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের প্রতিবেদন তাদের আত্ম-তুষ্টি বাড়িয়ে দিয়েছে। মেয়েরা বিভিন্ন পেশায় যোগ দিচ্ছে, এমন কি সামরিক বাহিনীতেও এটা দেখে মনে হয়েছে নারী অধিকার বেশ ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুরুষ-নারীর মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর হবার গতি সম্প্রতি শ্লথ হয়ে পড়েছে। আর এটা হচ্ছে যখন মেয়েরা অধিক সংখ্যায় চাকরিতে ঢুকছে, বিভিন্ন পেশায় যোগ দিচ্ছে। পরিবেশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, দশ বছর আগের তুলনায় এখন ২৫০ কোটি বেশি মেয়ে শ্রমের বাজারে রয়েছে। অনেক দেশে পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা অধিক সংখ্যায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। কিন্তু দক্ষতা ও মেধার প্রয়োজন যে সব চাকরিতে সেখানে তারা পুরুষদের সঙ্গে পেরে উঠছে না। এটা যোগ্যতার অভাবের জন্য নয়। এর কারণ বহুদিন থেকে চলে আসা বৈষম্য।

ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম বিভিন্ন দেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে যে প্রতিবেদন তৈরি করেছে সেখানে দেশগুলোর মধ্যে মেয়েদের অধিকার বিষয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চারটি খাতে পুরুষ এবং মেয়েদের সমান অধিকার এবং সুযোগ রয়েছে কিনা তা দেখার জন্য এই তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। খাতগুলো হলো: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। সব খাতেই নওডিক দেশগুলো অর্থাৎ আইসল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্কে মেয়েরা সন্তোষজনক অবস্থানে রয়েছে বলে দেখা গিয়েছে। দশ বছর আগেও এসব দেশে মেয়েরা একইভাবে এগিয়ে ছিল। সম্পূর্ণ সমতা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি কিন্তু মেয়েদের উন্নতির জন্য এই দেশগুলোতে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা ব্যবহার করে মেয়েরা পুরুষদের সমকক্ষ হবার প্রয়াস পাচ্ছে। ১৪৫টি দেশের মধ্যে নওডিক দেশগুলো এই কারণে শীর্ষে রয়েছে। পরিবারের কল্যাণের জন্য এসব দেশে যে সব নীতি ও কর্মসূচি রয়েছে তা অন্য দেশগুলোর তুলনায় অনেক উন্নত এবং ইতিবাচক। শিশু পরিচর্যা, পারিবারিক কাজের জন্য ছুটি এবং ভাতা এইসব দেশে অন্য দেশের তুলনায় বেশি। মেয়েদের অধিকারভিত্তিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নওডিক দেশগুলোর পরই রয়েছে আফ্রিকার রোয়ান্ডা। এটা বেশ চমকে দেবার মত খবর। কিন্তু পরিবেশিত তত্ত্ব অনুযায়ী দেখা গিয়েছে, বৈশ্বিক তালিকায় রোয়ান্ডার স্থান ৬ নম্বরে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের ওপরে। কেবল সংসারের কাজে কিংবা চাকরির ক্ষেত্রে বা রাজনীতির চর্চাতেও রোয়ান্ডার মেয়েরা এগিয়ে। পরিহাসের মত শোনালেও বলা হয়েছে যে সে দেশে গণহত্যা হবার পর মেয়েদেরকে সামনে আসার জন্য ক্ষমতা এবং সুযোগ দেয়া হয়েছে। সে দেশের রাজনীতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ দৃষ্টান্তমূলক। প্রায় শতকরা ৬৪ ভাগ জাতীয় সংসদ হলো মেয়ে আসন। শ্রমের বাজারে এবং বিভিন্ন পেশায় মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশি। রোয়ান্ডার মত আফ্রিকার আর কোনো দেশে মেয়েরা বৈষম্য দূরিকরণে এতোটা সফল হয়নি। সচেতনভাবে নেওয়া নীতি ও বিশেষ কর্মসূচির জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। সব দেশ সম্বন্ধে একথা বলা চলে না।

> ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামে বাংলাদেশের মেয়েদের সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে বাংলাদেশ সম্বন্ধে তা অনেকটা প্রযোজ্য। অনেক বেশি সংখ্যায় মেয়েরা এখন পড়ছে। তবে উচ্চ শিক্ষায় মেয়েরা পিছিয়ে আছে

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে গত ১০ বছরে মেয়েদের অগ্রগতি সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি। ৯৮টি দেশে ছেলেদের তুলনায় অধিক সংখ্যায় মেয়েরাই উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। কাতারে পুরুষ ছাত্রের তুলনায় মেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা ৬ গুণ বেশি। জ্যামাইকায় ছেলেদের চেয়ে আড়াই গুণ বেশি মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। একটি দেশে বর্তমানে দক্ষ কাজে নিয়োজিত। ডাক্তার, শিক্ষক, আইনজীবী হিসেবে মেয়েরা এগিয়ে এসেছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও পুরুষদের মত মেয়েরা শীর্ষে সঠিক অবস্থানে পৌঁছাতে পারছে না। ব্যবসা থেকে শুরু করে রাজনীতিতে তাদেরকে পুরুষদের চেয়ে পেছনেই থাকতে হচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের প্রতিবেদন অনুযায়ী মাত্র তিনটি দেশে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে এগিয়ে আছে। দেশগুলো হলো ফিলিপাইন্স, ফিজি এবং কলাম্বিয়া। জর্ডান এবং লেবাননের তুলনায় সৌদি আরবের মেয়েরা যে এগিয়ে সে তথ্য অনেককে অবাক করবে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে সৌদি আরবে নীরবে মেয়েদের অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করা হচ্ছে। তাই অবাক হবার কিছু নেই। সে দেশের সরকার মেয়েদের শ্রম বাজারে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে। প্রতি ১০ বছরে এই জন্যে বেশ উন্নতি হয়েছে। জরিপভুক্ত সব দেশে মেয়েদের উন্নতি হলেও চাকরি ও স্বাধীন পেশাতে পাওয়া বেতনে বৈষম্যের দিক দিয়ে সব দেশই সমান। মেয়েদের পিছিয়ে যাবার এটাই বড় প্রমাণ বলে মনে করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামে বাংলাদেশের মেয়েদের সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে বাংলাদেশ সম্বন্ধে তা অনেকটা প্রযোজ্য। অনেক বেশি সংখ্যায় মেয়েরা এখন পড়ছে। তবে উচ্চ শিক্ষায় মেয়েরা পিছিয়ে আছে। দারিদ্র্যের জন্যই এমন, একথা ভাবা যায়। বাংলাদেশের মেয়েদের বিভিন্ন পেশায়, এমন কি সামরিক বাহিনীতেও অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে। সার্বিকভাবে অবশ্য তাদের সংখ্যা কম। এখানেও অনেক পেশায় ও চাকরিতে বেতন বৈষম্য রয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে মেয়েদের ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের মেয়েরা আগের তুলনায় এগিয়ে। একটা পর্যায়ের পর তারা অবশ্য সামনে অগ্রসর হতে পারছে না। রাজনীতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। এসিডদগ্ধ হবার ঘটনা এবং যৌতুকের জন্য নিপীড়নের ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটছে। এর শিকার বেশির ভাগই নিম্নবিত্ত শ্রেণির মেয়েরা।

প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মেয়েরা সামনে এগিয়ে যেতে সংকল্পবদ্ধ। রোয়ান্ডার মত বলিষ্ঠ এবং সুস্পষ্ট নীতি ও কর্মসূচি হাতে নেওয়া হলে বাংলাদেশের মেয়েরা আরো এগিয়ে যেতে পারবে।

● লেখক : কথাশিল্পী ও সাবেক সচিব